এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ১, সাপ্তাহিক ৫ই এপ্রিল ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 5 April. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 1, Rs. 2

পয়লা বৈশাখে 'লোকাল'-এর ডাক, অনলাইন বর্জনের আহ্বান শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃপয়লা বৈশাখের প্রাক্কালে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন শিলিগুড়ি এনজেপি মেইন রোড ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কমল দেব। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা;অনলাইন কেনাকাটার পরিবর্তে পাড়ার দোকান ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে কেনাকাটা করুন।

বর্তমানে পোশাক থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় মুদিখানার সামগ্রী;সবকিছুই অনলাইনের মাধ্যমে কেনার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। এর ফলে বিপাকে পড়ছেন এলাকার ছোট ও খুচরা ব্যবসায়ীরা। অথচ, প্রয়োজনের সময়ে এই স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই ক্রেতাদের পাশে দাঁড়ান এবং নানা ভাবে সহায়তা করেন।

কমল দেব জানান, অনলাইন কেনাকাটায় নানা অসুবিধাও রয়েছে। অনেক সময় পণ্য আকারে ছোট-বড় হয় বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, যা সহজে করা যায় না। অন্যদিকে, স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটা করলে সেই পণ্য সহজেই বদল করা সম্ভব। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পরিচিত ক্রেতাদের জন্য বাকিতে জিনিস নেওয়ার সুযোগও থাকে, যা অনলাইনে পাওয়া যায় না।

এই প্রেক্ষিতে আসন্ন নববর্ষকে সামনে রেখে তিনি সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, অনলাইন কেনাকাটা এড়িয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই কেনাকাটা করতে। তাঁর মতে, এতে একদিকে যেমন স্থানীয় অর্থনীতি চাঙা হবে, তেমনই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও আরও মজবুত হবে।

দার্জিলিং জেলার পাঁচ আসনে কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণা, নির্বাচনী প্রস্তুতিতে জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দার্জিলিং জেলার পাঁচটি আসনের জন্য চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেস কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচনী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষেই এই তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিতে সোমবার সকালে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কার্যালয় 'বিধান ভবন'-এ একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং ঘোষিত প্রার্থীরা।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবিন ভৌমিক জানান, আসন্ন নির্বাচনে দল পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে নামতে প্রস্তুত। প্রতিটি আসনেই জয়ের ব্যাপারে তারা যথেষ্ট আশাবাদী বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষের সমর্থন ও বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই আমরা এই নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছি।

এদিনের বৈঠকে প্রার্থীদের রাজনৈতিক পটভূমি, মূল নির্বাচনী ইস্যু এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন দলের নেতৃবৃন্দ।

যুদ্ধের অস্থিরতায় শান্তির খোঁজ;কবিতা ও সাহিত্যই পথ দেখাতে পারে,বললেন পারভেজ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃবিশ্বজুড়ে ক্রমশ বেড়ে চলেছে অস্থিরতা ও সংঘাতের আবহ। শুধু বাংলাদেশ নয়, রাশিয়া ইউক্রেন, পাকিস্তান আফগানিস্তান এমনকি ইরান ও ইজরায়েল ;বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘর্ষ ও যুদ্ধের পরিস্থিতি আজ মানুষের মনে অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে তুলছে। এই প্রেক্ষাপটে এক ভিন্ন বার্তা দিলেন দুই বাংলার খ্যাতনামা বাচিক শিল্পী পারভেজ চৌধুরী ।খবরের ঘন্টা-র সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় তিনি স্পষ্টভাবে জানান, এই হিংসা ও বিভাজনের সময়ে কবিতা ও সাহিত্যই পারে বিশ্বে শান্তির আবহ তৈরি করতে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রনেতাদেরও এখন প্রয়োজন সাহিত্যচর্চার দিকে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া, কারণ কবিতা মানুষের মনকে কোমল করে, ভাবনায় গভীরতা আনে এবং মানবিকতার বীজ বপন করে।

তিনি আরও বলেন, যে শিক্ষা মানুষকে দার্শনিক করে তুলতে পারে না, সেই শিক্ষা সমাজে বিভেদ ও হানাহানির পরিবেশ তৈরি করে। প্রকৃত শিক্ষা সেই যা মানুষকে চিন্তাশীল করে তোলে, আর এই কাজটি সবচেয়ে গভীরভাবে করে কবিতা ও সাহিত্য। তাঁর ভাষায়, কবিতা মানুষের মনকে কাঁদামাটির মতো নরম করে দেয়;আর সেই কোমলতাই শান্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটছে। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায়;মানুষের মন কি সেই অনুপাতে উন্নত হচ্ছে? মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ যদি না ঘটে, তবে সেই উন্নয়ন কতটা অর্থবহ;সেই প্রশ্নই তুললেন তিনি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রতিক সময়ে কবিতা ও সাহিত্যচর্চার নতুন জোয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলেও জানান পারভেজ চৌধুরী। বাচিক শিল্পের প্রতিও আগ্রহ বাড়ছে। তাঁর অভিজ্ঞতায়, কবিতা মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনতে সক্ষম;এমন বহু উদাহরণ তাঁর কাছে রয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে চিকিৎসাজনিত কারণে সস্ত্রীক শিলিগুড়িতে অবস্থান করছেন এই বিশিষ্ট শিল্পী। সেই সময়েই তথবরের ঘন্টা-র সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে আসে তাঁর এই মূল্যবান ভাবনা ও পর্যবেক্ষণ।

এমন আরও গুরুত্বপূর্ণ ও অনুপ্রেরণামূলক সাক্ষাৎকার দেখতে চোখ রাখুন খবরের ঘন্টা-র ডিজিটাল সোসাল মিডিয়ায় ।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

ভোট মানেই দায়িত্ব;গণতন্ত্র রক্ষায় সচেতন নাগরিকের অঙ্গীকার

গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার। এই একটি অধিকারই নাগরিককে রাষ্ট্র পরিচালনার অংশীদার করে তোলে। তাই ভোট শুধুমাত্র একটি প্রক্রিয়া নয়, এটি এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, এক সামাজিক অঙ্গীকার।

প্রতিবার নির্বাচন এলেই রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ে, প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়, আর বিভিন্ন দল নিজেদের মতাদর্শ তুলে ধরতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর মাঝেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে সাধারণ ভোটারের। কারণ শেষ পর্যন্ত তাঁর একটিমাত্র ভোটই নির্ধারণ করে ভবিষ্যতের দিশা।

তবে বর্তমান সময়ে ভোটকে ঘিরে নানা প্রশ্নও সামনে আসে। কোথাও রাজনৈতিক হিংসা, কোথাও ভুয়ো প্রচার, আবার কোথাও উদাসীনতা;এই সবকিছুই গণতন্ত্রের পক্ষে অশনিসংকেত। অনেকেই মনে করেন, আমার এক ভোটে কীই বা হবে?;এই মানসিকতা ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক কাঠামোকেই দুর্বল করে দেয়।

সচেতনতা এখানে সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি। ভোট দেওয়ার আগে প্রার্থীর যোগ্যতা, কাজের পরিধি এবং সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা বিচার করা জরুরি। শুধু আবেগ বা প্রভাবিত হয়ে নয়, তথ্য ও বিবেচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়াই একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয়।

একইসঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও দায়িত্ব রয়েছে এই পরিবেশ বজায় রাখতে সহযোগিতা করার।

ভোট শুধুমাত্র নিজের অধিকার প্রয়োগ নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সঠিক দিশা নির্ধারণের মাধ্যম। তাই ভোটের দিনটি শুধু একটি ছুটির দিন নয়;এটি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার দিন।

সাপ্তাহিক খবরের ঘন্টা-র পক্ষ থেকে সকল ভোটারকে আবেদন;নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন সচেতনভাবে, নির্ভয়ে এবং দায়িত্বের সঙ্গে। কারণ আপনার একটি সঠিক সিদ্ধান্তই গড়ে দিতে পারে আগামী দিনের সুস্থ ও সুন্দর সমাজ।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পূজা ঘোষের পরিবারে প্রশাসনের নজর;পরিদর্শনে পুলিশ ও শিশু সুরক্ষা প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন নরেশ মোড় তেলিপাড়ায় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পূজা ঘোষদের বাড়িতে শনিবার পরিদর্শনে যান প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা। আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির কর্মীদের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং শিশু সুরক্ষা কমিটির প্রতিনিধিরা জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পূজাদের পরিবারের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

পরিদর্শনে উঠে আসে, ঝড়ের তাণ্ডবে তাদের বাড়ির টিনের ছাউনি আংশিকভাবে উড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি বাড়িতে নেই কোনও বাথরুম বা শৌচালয়ের ব্যবস্থা, এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগও নেই। এই পরিস্থিতিতে পরিবারটি চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বলে জানা যায়।

প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা পরিবারের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে দ্রুত এই সমস্যাগুলির সমাধান করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে পুনর্বাসন ও প্রাথমিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এদিন আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি হীরুকান্ত রায়ের নেতৃত্বে পূজা ঘোষদের বাড়িতে কিছু ত্রাণ সামগ্রীও পৌঁছে দেওয়া হয়, যা এই কঠিন সময়ে পরিবারের পাশে থাকার একটি মানবিক উদ্যোগ হিসেবে ধরা পড়েছে।

অন্যদিকে, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রাক্তন সদস্য তথা শিলিগুড়ি নিবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখর সাহা শিশু অধিকার আইন অনুযায়ী পূজাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে উচ্চ পর্যায়ে চিঠি পাঠিয়েছেন এবং ই-মেইলের মাধ্যমেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।

সব মিলিয়ে, প্রশাসন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের এই উদ্যোগ পূজা ঘোষদের পরিবারের জন্য এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। এখন দেখার, কত দ্রুত বাস্তবে রূপ পায় এই পুনর্বাসনের

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই লক্ষ্য দার্জিলিংয়ের ডিএম সুনীল আগরওয়ালার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি জোরদার করছে প্রশাসন। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক সুনীল আগরওয়ালা এক সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হলো অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করা।

তিনি জানান, নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিস্তৃত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নজরদারি ও টহলদারি বাড়ানো হয়েছে, যাতে ভোটের পরিবেশ সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা যায়।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া বার্তা দিয়ে সুনীল আগরওয়ালা বলেন, ভোট চলাকালীন কোনো ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। ভোটারদের ভয় দেখানো, প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, ছাপ্পা ভোটিং কিংবা বুথ জ্যামের মতো অভিযোগ পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও আশ্বাস দেন, প্রতিটি ভোটার যাতে নির্ভয়ে এবং স্বাধীনভাবে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ গড়ে উঠবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

নতুন অর্থবর্ষে নতুন সিদ্ধান্ত;আজই শুরু হোক সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পথচলা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একটি নতুন অর্থবর্ষের সূচনা মানেই শুধু তারিখ বদল নয়, বরং নিজের আর্থিক ভবিষ্যৎকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার এক সুবর্ণ সুযোগ। ১লা এপ্রিল ২০২৬, বুধবার থেকে শুরু হওয়া এই অর্থবর্ষকে ঘিরে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন বিশিষ্ট আর্থিক উপদেষ্টা অভিজিৎ দাস। তাঁর মতে, সময়কে কাজে লাগাতে পারলেই অর্থ আপনাকে কাজ করে দেবে;আর সেই কারণেই বছরের শুরুতেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ায় অবস্থিত তাঁর প্রতিষ্ঠান বেটা ওয়ান--ইওর ফিনান্সিয়াল ডক্টর ইতিমধ্যেই বহু মানুষের আর্থিক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অফিসটি পিসি সরনি,পাঠশালায়, রামোজি কাফে এন্ড রেস্টুরেন্ট -এর বিপরীতে, এনটিএস মোড়ের কাছে, ওয়ার্ড নম্বর ২৯,শিলিগুড়ি --৭৩৪০০৪ । প্রয়োজনে যোগাযোগ করা যেতে পারে ৯৬৪১৪২২৯২৫ নম্বরে।

অভিজিৎ দাসের কথায়, সঞ্চয় শুধুমাত্র টাকা জমিয়ে রাখা নয়, এটি ভবিষ্যতের সুরক্ষার এক নির্ভরযোগ্য ভিত্তি। জীবনে অনিশ্চয়তা থাকবেই; হঠাৎ অসুস্থতা, চাকরির অনিশ্চয়তা কিংবা জরুরি খরচ;এসব পরিস্থিতিতে সঞ্চিত অর্থই ভরসা জোগায়। পাশাপাশি সন্তানের উচ্চশিক্ষা, বাড়ি কেনা বা অবসর জীবনের মতো বড় লক্ষ্য পূরণেও সঞ্চয় অপরিহার্য।

তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করে বলেন, শুধু সঞ্চয় যথেষ্ট নয়। সময়ের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে টাকার মূল্য কমে যায়। তাই টাকাকে বাড়াতে হলে প্রয়োজন সঠিক বিনিয়োগ। ব্যাংকে পড়ে থাকা অর্থের তুলনায় সঠিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করলে দীর্ঘমেয়াদে অনেক বেশি লাভের সম্ভাবনা থাকে।

এই প্রসঙ্গে বা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান -এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, নিয়মিতভাবে অল্প অল্প করে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার এই পদ্ধতি সাধারণ মানুষের জন্য সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর। মাসে মাত্র ৫০০ বা ১০০০ টাকা দিয়েও শুরু করা যায়। বাজারের ওঠানামার ঝুঁকি কমানো, বিনিয়োগে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের সুবিধা পাওয়া;এই সবকিছুর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

নতুন অর্থবর্ষকে তিনি একপ্রকার রিসেট পয়েন্ট হিসেবেই দেখছেন। বছরের শুরুতেই পরিকল্পনা করলে সারা বছর আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হয়। পাশাপাশি কর পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও ধীরে-সুস্থে বিনিয়োগের সুযোগ পাওয়া যায়, যা বছরের শেষে হঠাৎ চাপ তৈরি করে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তিনি তুলে ধরেছেন সময়ের মূল্য। যত তাড়াতাড়ি বিনিয়োগ শুরু করা যায়, তত বেশি সময় পাওয়া যায় সেই অর্থকে বৃদ্ধি করার জন্য। দেরি করলে সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

অভিজিৎ দাসের কাজের প্রতি নিষ্ঠা ইতিমধ্যেই বহু মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। এমনকি এক সাধারণ দুধ বিক্রেতাও তাঁর পরামর্শ মেনে বিনিয়োগ করে আজ আর্থিকভাবে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন;যা তাঁর দক্ষতার একটি বাস্তব উদাহরণ।

সার্বিকভাবে বলা যায়, সঞ্চয় দেয় নিরাপত্তা, বিনিয়োগ এনে দেয় উন্নতি; আর এই দুইয়ের মধ্যে তৈরি করে এক কার্যকর সেতুবন্ধন। নতুন অর্থবর্ষ ২০২৬-২৭ তাই হতে পারে আপনার আর্থিক জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

এনজেপিতে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবিরে উৎসাহের জোয়ার, বেল্ট গ্রেডিংয়ে উত্তীর্ণ টোটো চালক মুনমুন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির এনজেপি কাশ্মীর কলোনিতে লেকটাউন স্পোর্টস ক্যারাটে একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির ঘিরে দেখা গেল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। রবিবার এই শিবিরের কিছু ছবি ক্যামেরাবন্দি করেছে খবরের ঘন্টা। যেখানে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বেল্ট গ্রেডিং পরীক্ষাও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা অংশ নিয়ে আত্মরক্ষার কৌশল রপ্ত করার সুযোগ পায়। একাডেমির কর্ণধার সেন্সি রাজীব দাস জানান, বর্তমান সময়ে আত্মরক্ষার শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই লক্ষ্যেই তারা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। ক্যারাটেকে আরও বিস্তৃত করা এবং নতুন প্রজন্মকে এই মার্শাল আর্টে উৎসাহিত করাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই শিবিরের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ। ব্যতিক্রমী টোটো চালক হিসেবে পরিচিত মুনমুন সরকারও এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে বেল্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ইয়েলো বেল্ট থেকে সফলভাবে ওরেঞ্জ বেল্টে উত্তীর্ণ হন, যা উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে।

বিশেষ প্রশিক্ষক হিসেবে কলকাতা থেকে উপস্থিত ছিলেন সেন্সি সুবীর বাগচি। তাঁর দক্ষ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা আরও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি জানান, লেকটাউন স্পোর্টস ক্যারাটে একাডেমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে এবং এখানকার ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই একাডেমির একজন শিক্ষার্থী ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতে এনে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

সব মিলিয়ে, এই প্রশিক্ষণ শিবির শুধুমাত্র একটি শিক্ষামূলক উদ্যোগই নয়, বরং আত্মবিশ্বাস ও আত্মরক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই প্রতিফলিত হয়েছে।

মায়ের মৃত্যুসংবাদেও থামেনি মানবিকতা; ত্রাণ বিলি চালিয়ে দৃষ্টান্ত গড়লেন সমাজসেবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মা নবনীতা চ্যাটার্জী ২৬ মার্চ বিকেলে ৯০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন।

ঘটনার দিনই সন্ধ্যায় এক হৃদয়স্পর্শী চিত্র সামনে আসে। ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন তেলিপাড়ায় হতদরিদ্র স্কুলছাত্রী পূজা ঘোষের পরিবারের কাছে মরীচিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন সোমনাথবাবু। সেই সময়ই হঠাৎ ফোনে মায়ের মৃত্যুসংবাদ পান তিনি।

তবে এমন গভীর শোকের মুহূর্তেও নিজেকে সংযত রেখে মানবিক দায়িত্ব থেকে সরে আসেননি তিনি। পূজার মতো অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোকে অগ্রাধিকার দিয়ে ত্রাণ বিতরণের কাজ শেষ করেন। তাঁর এই মানসিকতা উপস্থিত সকলকেই আবেগাপ্লুত করে।

অন্যদিকে, প্রাক্তন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য ও সমাজসেবী শেখর সাহা পূজার পরিস্থিতির কথা জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির নজরে আনেন।নজরে আনা হয়েছে কলকাতার রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিটির।বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন সক্রিয় হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ তেলিপাড়ায় পৌঁছে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পূজাদের ঘরের টিনের ছাউনি মেরামত এবং বিদ্যুৎ সংযোগ পুনর্বহালের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এদিন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কীভাবে তিনি সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে চলেছেন, এমনকি ব্যক্তিগত শোকের মুহূর্তেও কেন দায়িত্ব থেকে সরে আসেননি। জবাবে তিনি বলেন, ‘মানুষের সেবা করলে আমার ঘুম ভালো হয়। গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারলে আমি নিজেও ভালো থাকি।

এই মানবিক দর্শনই তাঁকে বার্ধক্যেও অবিচলভাবে সমাজসেবার কাজে অনুপ্রাণিত করে চলেছে, যা বর্তমান সমাজে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সোমনাথবাবুর পরিবার মরণোত্তর চক্ষুদানের অঙ্গীকার করেছে। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবারই নবনীতা চ্যাটার্জীর দুটি চোখ মেডিকেল কলেজে দান করা হয়েছে, যা মানবিকতার এক উজ্জ্বল নজির হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সবজি বিক্রেতার মেয়ের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নপূরণ, অনগ্রসর এলাকা থেকে উঠে এসে মিনুর সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন নরেশ মোড়ের এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে অসাধারণ কৃতিত্বের নজির গড়েছে মেধাবী ছাত্রী মিনু রায়। বাবা পেশায় সবজি বিক্রেতা, আর সেই পরিবারের মেয়েই আজ চিকিৎসক হওয়ার পথে প্রথম বড় ধাপ পেরিয়ে ফেলেছে। স্বপ্ন আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে কোনো বাধাই জয় করা সম্ভব;মিনুর সাফল্য যেন সেই কথাই নতুন করে মনে করিয়ে দেয়।

সম্প্রতি নিট ইউজি পরীক্ষায় সফল হয়ে মিনু রায় ভর্তি হয়েছে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে। তার এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার থেকে শুরু করে গোটা এলাকা। শিলিগুড়ির ঘোঘোমালি গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী মিনুকে কয়েকদিন আগেই বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই স্কুলে পড়াশোনা করে বহু অনগ্রসর ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের মেয়ে। নানা সমস্যার মধ্যেও বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা নিজেদের উদ্যোগে ছাত্রীদের শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি শিক্ষিকারা নিজেরাই চাঁদা তুলে ছাত্রীর পড়াশোনার খরচ বহন করছেন, যা নিঃসন্দেহে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মচারীর অভাব থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিকারা নিজেদের বেতনের টাকা থেকে কর্মী নিয়োগ করে স্কুল পরিচালনা করছেন। বর্তমানে টিচার-ইনচার্জ শ্রীপর্না মিত্র মজুমদার জানান, পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৫০০ ছাত্রী এই স্কুলে পড়াশোনা করছে। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টি এখনও নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে এগোলেও শিক্ষার মানোন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয়, বিভিন্ন শ্রেণিতে যারা প্রথম স্থান অধিকার করছে, তাদের ফি-ও অনেক সময় শিক্ষিকারা নিজেরাই বহন করছেন। প্রতিকূলতার মধ্যেও এই ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সমাজে এক অনুপ্রেরণার বার্তা বহন করছে।

মিনু রায়ের সাফল্য যেমন ব্যক্তিগত লড়াইয়ের জয়গান, তেমনই এই স্কুল ও শিক্ষিকাদের নিরন্তর প্রচেষ্টারও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখ ছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ভালোবাসার জোরে জীবনযুদ্ধ মৃত্যুকে হার মানাতে লড়ছেন ঈপ্সিতা, পাশে অটল সূর্যদীপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃএকেই হয়তো সত্যিকারের লড়াই বলা যায়। এক শরীরে একের পর এক অস্ত্রোপচার, আট বছরে আটবার অপারেশন, আর সামনে অপেক্ষা করছে নবমবারের কঠিন চিকিৎসা। তবুও হার মানতে নারাজ ৩১ বছরের গৃহবধূ ঈপ্সিতা কুন্ডুদাস। যন্ত্রণা তাঁকে থামাতে পারেনি, বরং আরও শক্ত করে তুলেছে তাঁর বেঁচে থাকার ইচ্ছেকে। ২০১৭ সালে সামাজিক মতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা ও পেশায় প্যারাটিচার সূর্যদীপ্ত দাস এবং হলদিবাড়ির মেয়ে ঈপ্সিতা কুন্ডুদাস। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ঈপ্সিতা। বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই, ফলে একে অপরই হয়ে ওঠেন তাঁদের একমাত্র আশ্রয়। ২০১৮ সাল থেকে শুরু হয় ঈপ্সিতার কঠিন চিকিৎসা-যাত্রা। ইতিমধ্যেই তাঁর শরীরে আটবার অস্ত্রোপচার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্পাইনাল টিউমারের অপারেশন, নার্ভে প্লেট বসানো এবং ইউরোস্টমি; এই তিনটি বড় অস্ত্রোপচার। পাশাপাশি কিডনিতে পাথর, হাতে ফিস্টুলা, পার্মাক্যাথ, গলায় দু'বার চ্যানেল বসানোসহ আরও পাঁচটি ছোট অপারেশনও সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমানে তাঁর দুটি কিডনিই অকেজো। নিয়মিত ডায়ালিসিসই এখন তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা। শিলিগুড়ির শিবমন্দির এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থেকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চলছে চিকিৎসা। কিন্তু নতুন করে দেখা দিয়েছে গুরুতর সমস্যা;ডায়ালিসিসের জন্য বুকে যে পথ তৈরি করা হয়েছে, তার পাশের রক্তনালীগুলি সরু হয়ে ব্লক হয়ে যাচ্ছে। ফলে শরীরে রক্ত জমে যাচ্ছে, বাড়ছে শ্বাসকষ্ট ও হৃদস্পন্দনের গতি।

চিকিৎসকদের মতে, দ্রুত তপারকুটানিয়াস ট্রান্সলুমিনাল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিদ করানো জরুরি, যাতে ডায়ালিসিস স্বাভাবিকভাবে চালানো যায়। এই অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। আগের মতো এবারও চেন্নাইতেই হবে চিকিৎসা।

কিন্তু অর্থের অভাব এখন সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই চিকিৎসার পেছনে খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। সূর্যদীপ্ত দাস তাঁর মেখলিগঞ্জের দুটি জমি বিক্রি করে দিয়েছেন, ঈপ্সিতাও নিজের সমস্ত সোনার গয়না ত্যাগ করেছেন। সমাজের বহু মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন, তবুও এখনও প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় হয়নি।

চেন্নাইয়ের চিকিৎসকেরা অনেক আগেই কিডনি প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু আর্থিক সঙ্কটের কারণে তা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে তাঁর শরীরে বিশেষ চ্যানেলের মাধ্যমে প্রস্রাবের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পাইপের সাহায্যে তা করতে হচ্ছে। এত কষ্টের মধ্যেও ঈপ্সিতা কেন বেঁচে আছেন? তাঁর উত্তরে ফুটে ওঠে ভালোবাসার গভীরতা;

তআমি যদি মরে যাই, আমার স্বামীকে কে দেখবে? ওর তো আপনজন কেউ নেই। আমি ওকে ভালোবাসি। আর সূর্যদীপ্ত দাস? কেন তিনি সব হারিয়েও স্ত্রীর পাশে অটল? তাঁর উত্তরও ততটাই সহজ, ততটাই গভীর; ভালোবাসার জন্যই। আমার স্ত্রীর কেউ নেই। আমি ওকে ছেড়ে দিলে ওকে দেখবে কে? আমি বিশ্বাস করি, সবার আশীর্বাদে আমার স্ত্রী আবার সুস্থ হবে, আমরা আবার সুখের সংসার গড়ব দ

আজকের দ্রুত বদলে যাওয়া সময়ে, যেখানে সম্পর্ক অনেক সময়ই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, সেখানে এই দম্পতির ভালোবাসা, ধৈর্য এবং সংগ্রাম এক বিরল দৃষ্টান্ত। এই লড়াই শুধু এক পরিবারের নয়;এটি মানবিকতারও পরীক্ষা। একটু সহানুভূতি, একটু সাহায্য হয়তো ফিরিয়ে দিতে পারে একটি জীবনের হাসি।

সহযোগিতার জন্য গুগল পে নম্বর ৬২৯৬৪২৯১১৬

ভালোবাসা, আশাবাদ আর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছাই পারে এই লড়াইকে জয়ের গল্পে পরিণত করতে।

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মুদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, what-sapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 1

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)